লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, বুধবার, ৮ নভেম্বর ২০১৭
Port Blair•Wednesday•November 8, 2017
Arthik Lipi, Page 3

তিনিই ক্যাপ্টেন, মুকুলকে বোঝালেন দিলীপ

একতরফা কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ার পরামর্শ নতুন নেতাকে

স্টাফ রিপোর্টার: মুখে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে 'ক্যাপ্টেন' আখ্যা দিলেও প্রথম বড় কর্মসূচি হিসাবে জেলায় জেলায় ঘোরার বিষয়টি মোটামুটি একাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন মুকুল রায়। কিন্তু সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতাকে দিলীপ ঘোষ বুঝিয়ে দেন, রাজ্যে আসলে তিনিই ক্যাপ্টেন। কোনও সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে নেওয়া যাবে না বলেও মুকুল রায়কে তিনি জানিয়ে দেন বলে জানা গিয়েছে। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই মুকুল রায় সিদ্ধান্ত নেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ঘুরবেন। তাঁর অনুগামী ও অন্যান্যদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন যাতে তাদের বিজেপিতে আনা যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সোমবার বিজেপির রাজ্য দফতরেও দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈঠকে সেই কথাই মুকুল রায় তুলে ধরেন। মুকুল রায় বোঝানোর চেষ্টা করেন, তাঁর এই কর্মসূচির বিষয়টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেই ঠিক হয়েছে। সূত্রের খবর, এই বিষয়টি ভালভাবে নেননি দিলীপ ঘোষ। রাজ্য নেতৃত্বকে না জানিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটির যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে ব্যাপারে মুকুলকে সতর্ক থাকতেও বলা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। মুকুল রায়কে অবশ্যই জেলায় জেলায় নিয়ে গিয়ে কর্মসূচি করবে বিজেপি। তবে তিনি একাই সবটা করবেন তা নয়। দিলীপ ঘোষও বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কর্মসূচি করবেন। আপাতত তারা ১০ তারিখের সভার দিকেই নজর দিচ্ছে। সেই সভার ব্যাপারে মুকুল রায়ের সঙ্গে দিলীপ ঘোষ আলোচনাও করেছেন। ওই সভাকে সফল করাই আপাতত লক্ষ্য গেরুয়া শিবিরের। দিলীপ ঘোষের কথায়, ' আমাদের ১০ তারিখ সভা রয়েছে। সেই সভাকে সফল করতে হবে। সেই বিষয়ে মুকুল রায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে।' অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে অনেক কর্মীও ওইদিন বিজেপিতে যোগ দেবেন বলেও দাবি দিলীপ ঘোষের। তবে শুধু সভা করেই নীরব থাকবে না বিজেপি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে তারা। এর পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বুথে বুথে পৌঁছে যাওয়ার দিকেও নজর দিচ্ছে বিজেপি। আর মুকুল রায়কে সঙ্গে নিয়েই সেই কাজ করবে বিজেপি। মুকুল রায়কে কাজে লাগানো প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, ১০ তারিখের সভায় থাকবেন মুকুল রায়। সেখানে বক্তব্য রাখবেন। তারপর গুজরাতে যাবেন দু'দিনের জন্য। ফিরে এসে জেলায় কর্মসূচি করবেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ যখন রাজ্যে এসেছিলেন সেই সময়ই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যের সব বুথে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষদের। বিজেপি মনে করে, রাজ্যের প্রতিটি বুথই নখদর্পণে মুকুল রায়ের। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বুথ স্তরে শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তাই মুকুল রায়কে দিয়ে অবশ্যই জেলায় জেলায় কর্মসূচি নেবে বিজেপি। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই সেটা করা হবে। সেই কথাই মুকুল রায়কে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ।

'তৃণমূলি' ছেলেকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ 'বিজেপি বাবা'

অফিসঘর আলাদা হচ্ছে মুকুল-শুভ্রাংশুর

স্টাফ রিপোর্টার: তৃণমূল ছেড়ে ছেন। ছেড়ে ছেন সাংসদ পদও। শুক্রবারই দলবদলে পদ্ম শিবিরে পাকাপাকিভাবে নাম লিখিয়েছেন মুকুল রায়। তবে ছেলে এখনও জোড়াফুলেই। রাজনীতি বড়ই বালাই। তাই এক ছাদের তলায় থাকলেও এবার ঘর আলাদা হতে চলেছে পিতা-পুত্রের। বাবা অমিত শাহে আস্থা দেখালেও ছেলে এখনও মমতায় অটল। আর সেই কারণেই এবার আলাদা হচ্ছে দু'জনের অফিসঘর আলাদা হচ্ছে। মুকুল রায়ের বক্তব্য,'আমাদের দু'জনের দল এখন আলাদা। তাই অফিসঘর আলাদা করতেই হবে।' কাঁচরাপাড়ার ৫৩,ঘটক রোডের পৈতৃক ভিটেতে এত দিন একই অফিস ঘর ছিল মুকুল-শুভ্রাংশুর। মুকুল ছিলেন তৃণমূলের সাংসদ। পাশাপাশি দলেরই 'সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড'ও। অপরদিকে ছেলে শুভ্রাংশু রায় বীজপুরের তৃণমূল বিধায়ক। সঙ্গে কাঁচরাপাড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরও। স্বাভাবিকভাবে বাবা-ছেলের একই দরবারে ভিড় জমাতেন সাহায্যপ্রার্থী থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। এটাই ছিল চেনা ছবি। তবে চলতি মাসের ৩ তারিখ থেকে বদলে গিয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ। পারিবারিকভাবে না হলেও, রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছেদ ঘটেছে পিতা-পুত্রের। আলাদা হয়েছে পথ আর মতাদর্শও। তাই আর এক অফিসে নয়। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি নেতা মুকুল রায় আর তৃণমূল বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়কে ব্যবহার করতে হবে আলাদা অফিস। শুভ্রাংশুর প্রশ্ন,'এটা কি খুব স্বাভাবিক নয়? কারণ দুই শত্রুর ঘর কি এক হতে পারে? এখন বাবার কাছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা আসবে। আর আমার কাছে তৃণমূলের। তাই আলাদা আলাদাই আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে।' সূত্রের খবর, মাথার উপর এক ছাদ থাকলেও আগামী সপ্তাহেই দেওয়াল উঠতে চলেছে বাবা-ছেলের মধ্যে। তবে রাজনীতিতে তিনি যে ছেলে শুভ্রাংশুকে একইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না, মঙ্গলবার তা স্পষ্ট করে দিলেন মুকুল রায়। তাঁর বক্তব্য, 'কাঁচরাপাড়ার মানুষ আমার সঙ্গেই আছে। ভোট হবে। ফলাফলেই দেখতে পারবেন কী হবে।'

ডেঙ্গু ইস্যুতে বিক্ষোভ বিজেপি যুব মোর্চার

স্টাফ রিপোর্টার: ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পুরসভার ব্যর্থতা নিয়ে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ জানাল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। বামফ্রন্টের পর এবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ডেঙ্গু নিয়ে বিক্ষোভ করে। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি দেবজিত সরকারের নেতৃত্বে মঙ্গলবার যুব মোর্চার কয়েকশো সমর্থক বিক্ষোভ দেখায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে পুলিশের সাহায্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বেলা ১টা নাগাদ এই বিক্ষোভ শুরু হয়।

যুব মোর্চার কয়েকশো সমর্থক পুরভবনের ঠিক উল্টোদিকের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পরে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে যুব মোর্চার সমর্থকরা পুরভবনের ভেতরে ঢুকতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এর ফলেই যুব মোর্চার সমর্থকরা পুরভবনের উল্টোদিকের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। মোর্চার রাজ্য সভাপতি দেবজিত সরকারের অভিযোগ, 'ডেঙ্গু মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পুরসভা। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ' সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্তে মারা গেলে সরকারি নির্দেশে চিকিৎসকরা তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটে তা উল্লেখ করছেন না'।

ডেঙ্গু নিয়ে প্রকৃত তথ্য গোপন করায় মানুষের মধ্যে বেশি করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এমনটাই বক্তব্য যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি দেবজিত সরকারের।

ডেঙ্গু নিয়ে তথ্য গোপন না করে মানুষকে আতঙ্ক মুক্ত করতে সঠিক তথ্য প্রচারের দাবি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চাদের। মেয়রের পদত্যাগের দাবি করে তারা। ডেঙ্গু নিয়ে মেয়র সচেতন নয়। তথ্য চেপে রেখেই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে মানুষের মধ্যে, এমনটাই বলেন যুব মোর্চার সভাপতি দেবজিত সরকার।

তবে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এই বিক্ষোভের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

অন্যদিকে এদিন ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক মনে করে ডেঙ্গু মোকাবিলায় মেয়রকে সর্বদলীয় বৈঠক করার নোটিস পাঠান পুরকাউন্সিলর প্রকাশ উপাধ্যায়। মেয়রের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর মেলেনি, এমনটাই জানান প্রকাশবাবু।

জেরা ঋতব্রতকে

স্টাফ রিপোর্টার: সহবাস ও ধর্ষণ মামলায় তাঁকে জড়ানোর পিছনে 'রাজনৈতিক চক্রান্ত' বলে মত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই মামলায় মঙ্গলবার সিআইডি দফতরে হাজিরা দেন রাজ্যসভার এই সাংসদ। টানা প্রায় ছ'ঘন্টা জেরাও করা হয় তাঁকে। সিআইডি সূত্রে খবর, ঋতব্রতর বক্তব্যে খুশি নয় তদন্তকারীরা। তাই আজ ফের তাঁকে হাজিরা দিতে বলে হয়েছে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করেন বালুরঘাটের নম্রতা দত্ত নামক এক যুবতী। সেই মামলায় হাজিরা দিতে এদিন দুপুর ১২:৩০ নাগাদ ভবানী ভবনে আসেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে এদিন সিআইডি দফতরে আসেন এই সাংসদ। পরে এই ঘটনার পিছনেও রাজনীতি আছে বলে দাবি ঋতব্রতর। তাঁর বক্তব্য,'যা ঘটেছে তার পিছনেও রাজনীতি আছে। আমি মনে করি সম্পূর্ণটাই রানজীতির খেলা।' তবে আগামীদিনে তদন্ত করলে সিআইডিকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন সিপিএমের এই 'বহিস্কৃত' সাংসদ। আর এই তদন্ত ঠিকঠাক হলে এই রাজনীতির পিছনে কারা কারা আছেন, তাও সামনে চলে আসবে বলে মত ঋতব্রতর। তাঁর বক্তব্য, 'সঠিক পথে তদন্ত হোক। পূর্ণ তদন্ত হোক তাহলেই সব জানা যাবে।'

যুবকের আত্মহত্যা ঘিরে নিউটাউনে উত্তেজনা, ভাঙল পুলিশের গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউটাউন থানা এলাকার শান্তিময় নগরের বাসিন্দা সুরজিৎ রায়ের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে গোটা এলাকায় প্রবল উত্তেজনা দেখা যায়। সুরজিৎকে এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বেরোতে না দেখে তার ঘরের জানলা ভেঙে দেয়। পরে দেখা যায় সুরজিৎ ঘরের ভিতরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় সুরজিতের প্রাক্তন প্রেমিকা পূজা হালদারকে (১৯)।

আনন্দপল্লির বাসিন্দা পূজার সঙ্গে সুরজিতের (২৬) সম্পর্ক প্রায় বছর খানেকের বলেই দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। কিন্তু এই সম্পর্কে সুরজিতের কাছ থেকে প্রায়শই টাকার দাবি করত পূজা।এই বিষয়ে সুরজিৎ তার বন্ধুদের কাছেও অনেকবার দুঃখপ্রকাশ করত। কিন্তু পূজাকে সুরজিৎ এতটাই ভালবাসত যে সে পূজার ওই দাবিকে মেনে নিয়ে নিজে আর্থিক কষ্টে দিন কাটাত।

পেশায় মোবাইল মেকানিক সুরজিৎ সম্প্রতি বেশ আর্থিক অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল বলেই জানিয়েছেন তার বন্ধুরা। এর মধ্যেই পূজা সুরজিতের কাছ থেকে নানা অছিলায় টাকা দাবি করত। সেই দাবি মানতে না পারার কারণেই পূজা তাদের সম্পর্ক ভেঙে দেয় বলে সুরজিতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। আর তার কারণেই আত্মহত্যা করে সুরজিৎ।

এদিকে এই ঘটনার পরে আনন্দপল্লিতে পূজার বাড়িতে হামলা করে সুরজিতের বন্ধুরা। তারা বাড়ি কার্যত ভেঙে দেয়। ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় পূজাকে। ইতিমধ্যেই নিউটাউন থানার পুলিশ গিয়ে সুরজিতের মৃতদেহ উদ্ধার করে পূজাকে বার করে নিয়ে যেতে চাইলে বাধা দিতে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা।

তাদের দাবি ছিল পুলিশ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। কারণ পূজা তার আরেকটি অবৈধ সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য সুরজিতের কাছ থেকে টাকার দাবি করত বলেই অভিযোগ। সেই কারণেই সুরজিৎ সেই দাবি মানতে পারেনি। আর তার জেরেই আত্মহত্যা করে এই যুবক বলে অভিযোগ। পুলিশের কাজে বাধা দিলে তা মানতে চায়নি নিউটাউন থানার কর্মীরা। তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের হাত থেকে পূজাকে ছাড়িয়ে নিয়ে থানায় নিতে যেতে চেষ্টা করলে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা।

পরে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে বিক্ষোভরত বাসিন্দাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তারই মাঝে বার করে নিয়ে যাওয়া হয় সুরজিতের মৃতদেহ এবং পূজাকে। পরে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে পূজার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যেই ওই অভিযুক্ত মহিলা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পথে নামলেন অতীন ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার: ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ১৩নং ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পথে নামলেন মেয়র পারিষদ(স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ। সকাল ৯টা নাগাদ এই পথ যাত্রা শুরু হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই মানুষকে সচেতন করতে পারবে বলে এমনটাই ধারণা অতীনবাবুর। মাইকে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লিফলেটও বিলি করে ছাত্রছাত্রীরা। ডেঙ্গু নিয়ে মানুষ যাতে অযথা চিন্তাগ্রস্ত না হয় এমনটাই বলেন মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ।

কলকাতা পুরসভা সারাবছরই মানুষকে সচেতন করছে। রাজ্য সরকার যেমন নির্দেশ দেয় তেমনই কাজ করে অন্যান্য পুরসভা। তবে ডেঙ্গু নিয়ে প্রশ্ন করায় মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেন তিনি। অতীনবাবু বলেন, ' মশাবাহিত রোগ নিয়ে গবেষণা কেন্দ্র করেছে, তার রিপোর্ট রাজ্য সরকার এবং পুরসভাগুলিকে দেয়নি রাজ্য। যার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে'। তিনি আরও বলেন, ' কেন্দ্রের রাজ্য সরকারগুলি মশাবাহিত রোগ নিয়ে যা গবেষণা করছে তার কোনও সুফলই পাচ্ছে না রাজ্য'। দিনে দিনে বাড়ছে ডেঙ্গুতে মৃতদের সংখ্যা। বিরোধীরা দায়ী করছে পুরসভাকে। কারণ যে ধরণের সচেতনতা তাদের নেওয়া দরকার তার কিছু তারা করছে না, এমনকি পুরসভার ডেঙ্গু নিয়ে পরিকাঠামোর অভাব আছে এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের। পাল্টা জবাব দিয়ে মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, ' কলকাতা পুরসভার মতো পরিকাঠামো অন্য কোনও পুরসভাতে নেই'। মশা দিনে দিনে চরিত্র বদলাচ্ছে তবে এই বদলে যাওয়ার সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে তা বুঝতে পারছে না পুরসভাগুলি, এমনটাই জানান অতীনবাবু।

ফের শহরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার: শহরে ফের ডেঙ্গুতে মৃত্যু। শহরের বুকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় এক যুবকের। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে কলকাতা পুরসভার ৯৮নং ওয়ার্ডের ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় এক যুবকের। এলাকায় গত ছ'দিনে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় ২ জনের। জ্বরে আক্রান্ত বহু, এলাকায় বিক্ষোভ স্থানীয়দের।

এদিন গড়িয়ার বোড়ালের বাসিন্দা মুন্না আলি কওতালিকে ২৯ অক্টোবর এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার তার মৃত্যু হয়। ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গুর উল্লেখ আছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে নওদাপাড়া বি এন ঘোষাল রোড আড়িয়াদহ ১১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শেফালি রায় (৩৮) এর মৃত্যু হয় ডেঙ্গুতে। সোমবার রাতে সাগর দত্ত হাসপাতালে তিনি মারা যান। ওই ওয়ার্ডে প্রায় ৩ জন মারা যায়। এলাকায় ডেঙ্গু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের মাঠ ছোট হলেও বইমেলায় স্টল কমছে না, জানাল গিল্ড

আকাশ বিশ্বাস

৪২তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা হবে সল্টলেকে সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণে। সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের এই মেলার আসর ঘির ইতিমধ্যে বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের তৎপরতা শুরু হয়েছে। সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণের মাপ মিলন মেলার তুলনায় ছোট। আশঙ্কা করা হচ্ছিল এর ফলে এবার বই মেলার স্টল সংখ্যা কমতে পারে। কিন্তু গিল্ডের তরফে জানানো হয়েছে স্টলের মাপ ছোট করা হচ্ছে স্টল কমানোর কোনও ভাবনাই নেই। এ বিষয়ে গিল্ড কর্তা ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ৩১ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি অবধি মেলা চলবে। আমরা আজ দেখতে এসেছি কত বেশি স্টল এখানে করা যায় সেটা তদারকি করতে আমরা সেন্ট্রাল পার্কে এসেছি। আমাদের সঙ্গে গিল্ডের আর্কিটেক্টরা রয়েছে তারা তাদের জাদুবিদ্যায় সবাইকে স্টল করে দেবেন। আমরা স্টলের সংখ্যা কমানোর কথা ভাবছি না। স্টলের মাপ ছোট হতে পারে। মঙ্গলবার দুপুর ৩.৩০ নাগাদ গিল্ড কর্তা ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু শেখর দে, বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দেবাশিস জানা ও নগরোন্নয়ন দফতরের আধিকারিকরা। যেহেতু এই মেলা প্রাঙ্গণ তাদের কাছে নতুন এবং মাঠটিও ছোট তাই তারা মেলার আয়োজনের নীল নকশা তৈরি করতে মেলা প্রাঙ্গণে আসেন। এদিন গিল্ড কর্তারা মেলার কোন গেট দিয়ে ভিআইপি প্রবেশ হবে, কোথায় পার্কিং ব্যবস্থা থাকবে এবং অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা কেমন হবে এসব নিয়ে আলোচনা ও একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেন। এবারের বই মেলার থিম ফাল্গু বেছে নেওয়া হয়েছে। সেই সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। যেহেতু মিলন মেলার তুলনায় সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ ছোট সেই কারণে এবার স্টলের মাপ ছোট করা হচ্ছে। সেই বিষয়গুলি এদিন খতিয়ে দেখেন গিল্ডের আর্কিটেক্টরা। আগামী বছরে ২০১৮-র ৩০ জানুয়ারি বই মেলার উদ্বোধন হবে। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। ৩১ জানুয়ারি থেকে বইমেলা শুরু এবং ১১ ফেব্রুয়ারি অবধি বই মেলা চলবে। মিলন মেলা প্রাঙ্গণের তুলনায় স্টললেক সেন্ট্রাল পার্ক ময়দান ছোট হলেও তাতে বই মেলার পক্ষ কোন সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড।

সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শনে ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।